দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গতকাল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্ত আড্ডার ছবি তুলতে গেলে এক ছাত্রী মুখ ঢেকে ফেলে —শামসুদ্দীন আহমেদ চারু

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসব কি হচ্ছে

সাহাবুল হক ॥ যুগের প্রয়োজনে সূর্যাস্ত আইনের পরিবর্তন ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়টি ছিল অবরোধবাসিনী ছাত্রীদের জন্য সুখের সংবাদ। মূলতঃ লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনটি জোরদার হয়। বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাত ৯টা পর্যন্ত লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে পারলে ছাত্রীরা কেন পারবে না। (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

(প্রথম পৃঃ পর)

এ যুক্তি ছিল যৌক্তিক। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। সন্ধ্যার পর লাইব্রেরীতে ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন দেখা যায় না। পরিবর্তে তাদের দেখা যায় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় আড্ডারত। সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসের ছাত্রী হলগুলোর সামনে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে, কলা ভবনের সামনে এই আড্ডার সুযোগে ভিড়ে যাচ্ছে তরুণ-তরুণীরা। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ অশোভন দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে আসতে রীতিমতো ইতস্ততঃ বোধ করেন। দিনের ক্যাম্পাস আর সান্ধ্যকালীন ক্যাম্পাসের চিত্র ফুটে উঠে ভিন্ন অবয়বে। সান্ধ্যকালীন ক্যাম্পাসের আপত্তিকর কার্যকলাপকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অগ্রহণযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য ও 'সোসাল নুইসেন্স' বলে আখ্যায়িত করে বরাবরের ন্যায় মাসখানেক পূর্বে উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন।

দিনের বেলায় কলা ভবন কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিভাগের ক্লাসের খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধিকাংশ শিক্ষকই নিয়মিত ক্লাস নেন না। ক্লাস হলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা থাকে কম। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতির রেকর্ড রাখার জন্য হাজিরা খাতার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষক হাজিরা খাতা ব্যবহার না করে ক্লাসের সকলকে 'গড়হাজিরা' দিয়ে দেন। ফলে নিয়মিত ক্লাস না করেও অনায়াসে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বিভাগগুলোর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গতবাঁধা হওয়ায় অতি সামান্য পড়াশুনা করেই সহজেই পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকার প্রবণতাও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, তরুণ শিক্ষকদের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা কম থাকে। কারণ অনেক নতুন শিক্ষক ক্লাসে কি পড়ান তা তারা নিজেরাই বুঝেন না। তরুণ শিক্ষকদের অনেকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়া শিক্ষকদের জবাবদিহিতা না থাকার কারণে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন না বলে জানা যায়।

ক্যাম্পাসকে নিরাপদ জোন ভেবে নেশাগ্রস্ত বহিরাগত তরুণ যুবকরাও এখানে আসে এবং নেশা করে। 'আপত্তিকর মেলামেশায় মাঝেমধ্যে ব্যাঘাত ঘটায় হলের কিছু ক্যাডার এবং প্রক্টর অফিসের কর্মকর্তারা। কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলে কয়েকদিন দমন থাকে আবার যা তাই অবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষক কিংবা অভিভাবকরা প্রায়শই এই সব দৃশ্য অবলোকন করে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। দিনের বেলায় আইইআর ভবনের সিঁড়ি এবং লেকচার থিয়েটার ভবনের বিভিন্ন কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের এক সাথে দেখা যায়। অনেক শিক্ষকের কক্ষ রয়েছে লেকচার থিয়েটার ভবনে। কয়েকজন শিক্ষক এ প্রতিবেদককে বলেন, এখানে যা হয় আমরা দিনে আসতে পারি না। রাতে কাজ করতে হয়।

গত মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রক্টর অফিসের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা থেকে যুগলদের উঠিয়ে দিতে শুরু করলে এবং পুলিশে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ও লাইটিং-এর ব্যবস্থা করলে কয়েকদিনের জন্য পরিবেশ অনুকূলে ছিল। প্রক্টর অফিসের এক কর্মচারী বলেন, ক্যাম্পাসে লাইট দিলে পরদিনই ভেঙ্গে ফেলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, সূর্যাস্ত আইনের সুযোগ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া বাইরের যুগল-যুগলীরা ক্যাম্পাসে গভীর রাত পর্যন্ত মেলামেশা করছে' ও আড্ডা দিচ্ছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনেকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন। মাঝে আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম, পরিস্থিতির উন্নতিও হয়েছিল। আমরা আবার কঠোর উদ্যোগ নিব। রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে।